দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

চবির তিন ছাত্রী হল থেকে ১৫ বস্তা জিহাদি বই উদ্ধার

সাতটি কক্ষ সিলগালা

■ চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি আবাসিক ছাত্রী হল থেকে ১৫ বস্তারও বেশি জিহাদী বই, দুইটি মোবাইল সেট, কয়েকটি মেমোরি কার্ড ও দুই থেকে তিনটি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়েছে। এসময় ৭টি কক্ষ সিলগালা করা হয়। গত বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত চবি'র খালেদা জিয়া, প্রীতিলতা ও শামসুন্নাহার হলে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় খালেদা জিয়া হলের ২২০, ২৩৯, ২৪০ ও ২৪১ নম্বর কক্ষ, প্রীতিলতা হলের ১১২ নম্বর কক্ষ, শামসুন্নাহার হলের ২১২ ও ৪২৫ নম্বর কক্ষ সিলগালা করে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি। তবে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ ও সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে। এ ঘটনায় উদ্ধার হওয়া দুইটি মোবাইলের মধ্যে একটির মালিককে শনাক্ত করা গেছে। অন্যটি শনাক্ত করা যায়নি। এসময় হলগুলোর প্রায় ১৫-২০ জন সন্দেহভাজন শিক্ষার্থীর আইডি কার্ড জব্দ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল বডি ও জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মশিউদ্দৌজা চৌধুরীসহ অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অভিযান পরিচালিত হয়।

জানা গেছে, গত কিছু দিন ধরে এ হলগুলোর কয়েকটি কক্ষে উসকানিমূলক বই রয়েছে বলে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করে আসছিলেন চবি ছাত্রলীগের নেতারা। অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত বুধবার রাতে অভিযান পরিচালিত হয়। চবি প্রক্টর আলী আজগর চৌধুরী ইত্তেফাককে বলেন, 'হলগুলোতে জঙ্গিবাদে উসকানিমূলক কিছু রয়েছে—এমন পূর্ব ইনফরমেশনের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এ ঘটনায় বেশ কিছু জিনিস পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

চবি'র তিন ছাত্রী হল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জব্দ করা হয়। ৭টি কক্ষ সিলগালা করা হয়। তবে এখনো সন্দেহভাজন কারো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।'

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী সেমিনার

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ "জঙ্গিবাদের উত্থান বনাম ইসলামের শাশ্বত শিক্ষা" বিষয়ক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী একটি সেমিনার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে এটি আয়োজন করে তারা। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চবি উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'ইসলাম মানবতার ধর্ম এবং ইসলাম জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে কখনো সমর্থন করে না।'

সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. শিরীন আখতার, সভাপতিত্ব ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উক্ত বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. আহমদ আলী। সঞ্চালনায় ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন কাদেরী। অন্যান্যের মধ্যে কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ডিন ড. সেকান্দার চৌধুরী, শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. আওরঙ্গজেব, শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রফেসর ড. আবুল মনসুর ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ শামসুল আলম বক্তব্য রাখেন।